# নেতাজী উদ্দেশ্যে

## ১৬.০১.১৯৬৬—গাড়োয়ান

দেশে নেতৃত্ব অনেকে করেন, নেতা অনেক ছিলেন, অনেক আছেন। দেশের মানুষ অনেক পাওয়া যায়— কিন্তু দিলের মানুষই যে বিরল। সেই দিলকেও যিনি জয় করেছেন— জয় করে সেখানেও যিনি নেতা হয়ে বসে আছেন, তিনিই হলেন আমাদের প্রিয় নেতাজী। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনীতির মানদণ্ডে তাঁর বিচার সম্পূর্ণ হয় না। তিনি তার অনেক ঊর্দ্ধে। স্বামীজী চিকাগোতে গিয়েছিলেন সনাতন ধর্ম প্রচার করতে।এ নিয়ে তাঁকে অনেক ঝকমারীও পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম ব্যক্তির নয়—সমষ্টির। আমাদের গোড়াতেই ভুল। আমরা যে ধর্ম সম্মেলন করি সেই সভা প্রীতির চেয়ে অপ্রীতিরই সভা হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ ব্যষ্টির ধর্ম ও ব্যক্তির ধর্মের মধ্যে মারামারি হয়। প্রত্যেকেই যার যার সম্প্রদায়ের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যস্ত। পরিশেষে এক নীতি না হয়ে সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হয়। ফলে আজ সমস্ত দেশবাসী সর্বদিক থেকে সর্বহারা। প্রত্যেক ধর্ম থেকে যখন প্রতিনিধি যাচ্ছেন, তখন বুঝে নেওয়া উচিত—গরমিলের সম্ভাবনা আছে। নীতির ডাক থাকবে সমস্ত জাতির সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। একনীতি, এক মাটি, এক সূর্য—তাই আমরা এক জাতি। কোন মহানই আজ পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। অখণ্ড বিশ্বজগতে খণ্ডভাব নিয়েই এখানকার মহানগণ কাজ করে গেছেন, যার ফলে দেশ, জাতি, ভাষা ও নীতি খণ্ডে পরিণত হয়েছে। অখণ্ড চিন্তার স্ফুরণ নিয়ে যদি এই বাস্তবে তাঁরা কাজ করতেন তবে সব কিছুই অখণ্ড থাকত। তাহলে আর দেশ আজ হাহাকারে ভরে উঠত না। বিশ্বব্যাপী রাজনীতিকদের মধ্যে এত মারামারিও হ'ত না। অখণ্ডতা সকলেরই কাম্য, কিন্তু পেরে আর কেউই উঠছে না। অংকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মেলে ততক্ষণই যেমন কষে যায়, তেমনি অখণ্ড-ফলের প্রাপ্তির জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু চেষ্টার পথগুলি মোটেই ভাল নয়। ধর্মের দিক দিয়ে কত মহান ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁরাও এই অখণ্ডফল সৃষ্টির সুরাহা করে যেতে পারেন নি। স্বামীজী সেই খণ্ড চিন্তা বহন করেই বিদেশে গিয়েছিলেনচেষ্টারও কোন ত্রুটি হয়নি, কিন্তু ফল প্রাপ্তি হয়নি।দেশের রাজনৈতিক নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দেশের শান্তি আনতে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের গোড়াতেই ভুল। তাঁদের নেতৃত্ব শুরু হয় খণ্ড চিন্তার মধ্য দিয়েই এবং সেই সীমাবদ্ধ খণ্ড খণ্ড চিন্তার মধ্যে মারামারিরই প্রাধান্য দেখা যায়। আসল প্রাপ্তির দিকে কেবল শূন্য। নেতারা তাঁদের চিন্তার দৌড় যত লম্বা করে বাড়াতে যান—যাঁর যাঁর সীমার মধ্যেই গড়াগড়ি খান। সকলেই সীমার চিন্তা করেন বলেই নিজের নিজের প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই গোলমাল আছে। তাঁরা বক্তৃতায় অনেক বড় বড় কথা বলেন—কাজের বেলায় কিছু না। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু নেতা এসেছেন, চলেও গেছেন। যাঁর যাঁর জাতি ও দেশকে বড় করার জন্যই তাঁরা মারামারি করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টার ফলে অপর দেশের কি হ'ল তাঁরা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করেন নি। নেতাজী ছিলেন সে সব থেকে আলাদা। যদিও নেতাজীও প্রথমে সেই খণ্ড চিন্তার পাত্র নিয়েই তাঁর কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই খণ্ডধারের জল তিনি ক্রমশঃ সাগরে মিলাবারই চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতির সর্বদিকে এক মহা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাই গণ্ডীর সীমায় দাঁড়িয়ে তিনি বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর পূর্ণ দেশাত্মবোধের আবেগ নিয়ে তিনি ধাপে ধাপে অন্যান্য সব দেশকে তাঁর সেই অফুরন্ত প্রীতি ও প্রেমের বাঁধনে বেঁধে যাচ্ছিলেন। তিনি সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি—কাজ তাঁর এখনও চলছে। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল ভারতের শক্তি যেন তার গণ্ডীর মধ্যে না থাকে। সেই শক্তি দিয়ে যেন পৃথিবীর সব দেশকে টেনে এনে এক দেশ গড়া হয়। ভারতের সহস্র সহস্র বছরের সভ্যতা থেকে তিনি মহামিলনের এক মহামন্ত্র খুঁজে পেয়েছেন। শিশু বয়স থেকেই তিনি সেই শক্তির সাধনাতেই দেহ মন প্রাণ সঁপে দিয়ে, নিজেকে সেই শক্তি-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে, ভারত মাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁর কাজে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন—সে বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যাপার নিয়ে এক বিরাট রহস্য চলছে। রহস্যের বিষয় রহস্যে থাকাই ভাল। একমাত্র তিনি নিজে যদি আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করেন, তবে তা তিনি নিশ্চয়ই করবেন। কেউ বলেন, তিনি আছেন, কেউ বলেন তিনি নেই— এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অযথা বাক্যব্যয় না করাই ভাল। আজকের দিনে তাঁর যথেষ্ট প্রয়োজন। দেশের যা পরিস্থিতি তার সমাধান একমাত্র তিনিই করতে পারেন। দেশবাসী আজ তাঁর প্রতীক্ষায় আছে— কবে কখন তিনি আসবেন! তার জন্মদিনে আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি— ভগবান তার মঙ্গল করুন।